

# ইসলামি নারী

আকাশ মালিক

## পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মানুষ নিজের সংশোধনের জন্য পীর সাহেবদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে। নারীর জন্য বাইয়াতের পীর যতেষ্ট নয়। নারীর পীর হলো তার ঘরের কর্তা অর্থাৎ তার সামী। তার ঘরের পীর বাইয়াতের পীরের চেয়ে অধিক কার্যকর ও কল্যানকামী। শরীয়তে সামী-পীরের মর্যাদা বাইয়াতের পীরের চেয়ে বেশী। কারণ ঘরের পীর একদিকে যেমন স্ত্রীর দীন ও শরীয়ত সংশোধন করে অপরদিকে স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজনও মেটায়, যা বাইয়াতের পীরের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কোন কোন নারীর জন্য ঘরের বাইয়াতের পীরের চেয়ে, বেতের (ছড়ি) পীর অধিক উপকারী। অর্থাৎ যে সকল নারী ভদ্র-নম্র ও শালীন, তাদের সংশোধনের জন্য তাদের সামী-পীরের উপদেশ ও মোখিক শাসন যতেষ্ট। কিন্তু যে সকল নারী ভদ্রতা-নম্রতা ও শালীনতা বিবর্জিত তাদের জন্য বেতের (ছড়ি) পীর অধিক কার্যকর। শরীয়তে প্রয়োজনবশত নারীদেরকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শান্তি দেয়ার অনুমতি আছে।

## স্ত্রীর ওপর সামীর হক-

সামীর খেদমত ও সেবাযত্নে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কোন জায়েজ কাজও স্ত্রীর জন্য করার অনুমতি নেই। সামী ঘরে থাকলে তার অনুমতি ছাড়া কোন নফল নামাজ, রোজা বা এবাদত করা ঠিক নয়।

## সামীর গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ-

- ১) সামীর খিদমতে সদা-সর্বদা সচেষ্ঠ থাকা ও তার কাম-চাহিদা পূরণ করা।
- ২) সামী কাছে থাকলে কোন নফল নামাজ, রোজা না করা।
- ৩) সামীর অনুমতি ছাড়া তার গৃহ ছেড়ে কোথাও না যাওয়া এমনকি নিজের মা-বাবার গৃহেও।
- ৪) সামীর সামনে সদা-সর্বদা সাজ-সজ্জায় সু-সজ্জিত থাকা। সামীর আদেশমত সাজ-সজ্জা না করলে দৈহিক শাস্তির অনুমতি আছে।
- ৫) সকল বিষয়ে সামীর অনুগত্য করা, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয়।
- ৬) সামীর আর্থিক ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুর দাবী না করা।
- ৭) সামীর অনুমতি ছাড়া তার গৃহে কাউকে প্রবেশ করতে না দেয়া।
- ৮) সামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ হতে কাউকে কিছু না দেয়া।
- ৯) সামী দৈহিক মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে অস্বীকার না করা (হায়েজ নেফাসের দিন ছাড়া)।
- ১০) সামীর অভাব অনটন কিংবা তার চেহারা দৃষ্টিকটু হওয়ার কারণে তাকে ঘৃণা বা তাম্বিলের চোখে না দেখা।
- ১১) সামীর মধ্যে দীন ও শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলে তা থেকে তাকে আদব ও সম্মানের সাথে নিবৃত্ত রাখা।
- ১২) সামীর নাম ধরে না ডাকা।
- ১৩) সামীর বিরুদ্ধে কারো কাছে অভিযোগ না করা।
- ১৪) সামীর সাথে তর্ক বিতর্ক ঝগড়া-বিবাদ না করা।
- ১৫) সামীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা।

## সামীকে দীনদার বানানো স্ত্রীর দায়িত্ব।

সামীর ধার্মিকতার ব্যাপারে মহিলারা বড়ই অবহেলা করে থাকে। সামীকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য তারা কোন চেষ্টাই করেনা। স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের জীবিকার জন্য সামী সুদ-ঘুষের আশ্রয় নেয়, হারাম-হালাল

ভেদাভেদ করেনা। শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন অবৈধ পন্থা গ্রহন করে। অথচ স্ত্রী এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনা। তাদেরতো দায়িত্ব ছিল সামীকে হারাম উপার্জন থেকে বিরত রাখা, নামাজে অবহেলা করলে তাকে নামাজের প্রতি উদুদ্ধ করা। অথচ নারী আপন উদ্দেশ্য সাধনে সামীর দ্বারা সব কিছু করিয়ে নেয়।

### এক মহীয়সী নারীর ঘটনা

জনৈক রমণী সে প্রতিরাতে এশার নামাজের পর খুব সাজ-সজ্জা গ্রহন করতো। সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে, হাতে, গলায় ও কানে অলংকার পরে এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে সামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো- আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? যদি সে বলতো, হ্যাঁ প্রয়োজন আছে, তাহলে সাথে-সাথে তার কাছে শুয়ে যেতো। আর যদি সামী বলতো- না, প্রয়োজন নেই, তখন সে বলতো, যদি অনুমতি দেন তাহলে প্রতিপালকের এবাদতে মশগুল হই। সামীর অনুমতি লাভের পর সে সকল পোশাক অলংকার খুলে ফেলে সাদা কাপড় পরে গোটা রাত নির্জন এবাদতে কাটিয়ে দিত।

চিন্তা করুন ! উক্ত আল্লাহওয়াল্লা নারী রাতের এক অংশে কেমন সাজ-সজ্জা গ্রহন করতো। আবার অন্য অংশে কেমন মোটা সাদা-মাটা কাপড় পরিধান করতো। সু-সজ্জিত অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে অবশ্যই বলবে, এ কেমন আল্লাহওয়াল্লা নারী যার কাছে সাজ-সজ্জার এমন গুরুত্ব। কিন্তু এটাতো আর কারো জানা নেই যে, এ সাজ-সজ্জা তার নফসের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং শরীয়তের নির্দেশে সামীর উদ্দেশ্যে। সামী যদি স্ত্রীকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখতে চায়, তাহলে সাথে-সাথে সাজ-সজ্জা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজীব হয়ে যায়। সামীর চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য ছাড়া স্ত্রীর জন্য সাজ-সজ্জা করা জায়েজ নয়।

### আমার কথা-

শুদ্ধেয়া বোনেরা। এতক্ষণ যা পাঠ করলেন তা ছিল মৌলানা আবু তাহের রাহমানী কর্তৃক, পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ তাফসিরকারক, হজরত আশরাফ আলী খানভীর (রঃ) বিখ্যাত কিতাব ‘হুকুকে মু’আশারাতের’ বাংলায় অনুবাদিত, ‘কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন’ বইয়ের ৫ম অধ্যায় থেকে উদ্ভূত। তিন পর্বের এই লিখাটি আদ্যপাশ পড়ে আপনাদের কি মনে হয়, ইসলাম নারীকে পুরুষের সমানতো দূরে থাক নূন্যতম মানুষের মর্যাদা দিয়েছে? কতিপয় অতি সার্থপর, ভণ্ড-প্রতারণক, সেক্স ম্যানিয়াক, কাম-উম্মাদ অশুরেরা অবাদ নারীভোগের লক্ষ্যে রচনা করেছে এই সমস্ত কেতাব। ধর্মের নামে ওরা কেড়ে নিয়েছে নারীর নারীত্ব, তার সমূহ অধিকার, ভালবাসা, সৌন্দর্য, সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাংখা। ইসলামী নারী জন্মে পুরুষ থেকে আর সারা জীবন বেঁচে থাকে শুধুই পুরুষের জন্য তার ভোগ্যপণ্য হয়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, জগতের আরো পাঁচ দশটা ইসলামী বস্তু, যেমন ইসলামী কোকা-কোলা, ইসলামী লাগার, ইসলামী ক্রীস্প, ইসলামী বই, ইসলামী ব্যাংকের মতই ইসলামী নারী।

এই অশুরদের হাত থেকে নারীর সাধিকার আদায় ও মুসলমান জাতীকে বাঁচাতে হলে আপনাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। নারীর সকল অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে নারীকে পুরুষের ইচ্ছামত ভোগ করার লক্ষ্যে পুরুষ তৈরী করেছে ধর্ম। ধর্মের এ কুৎসিত প্রাচীর ভাঙতে হবে। উন্নতশীল বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, উন্নয়নের সর্বত্রই নারীর অবদান। ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পশ্চিমা নারীদেরকেও সংগ্রাম করতে হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানী বলেন- একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে একজন মানুষ শিক্ষিত হলো, আর একজন নারী শিক্ষিত হলে একটি জাতী শিক্ষিত হয়। আপনাদের হাতেই আছে একটি জাতীর মুক্তির চাবি-কাঠি। আপনাদের মাঝেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের সুন্দর শিশু।